যুগান্তর

আজ জবির ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

থাকছে বর্ণাঢ্য আয়োজন

প্রকাশ : ২০ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন ভবনসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। এ বছর ক্যাম্পাসের ৯টি জনপ্রিয় ব্যান্ডদল নিয়ে জমকালো কনসার্টের আয়োজন করা হবে। এছাড়া সাথে থাকছে নাটকসহ আরও নানা কর্মসূচি। তবে এবার কোনো স্পন্সর ছাড়াই নিজস্ব অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আয়োজন করা হয়েছে।

জানা যায়, সকাল ৯.১০ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হবে। ৯.১৫ মিনিটে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উদ্বোধন করবেন ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। এরপর, সকাল ৯.৩০ মিনিটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুসজ্জিত শোভাযাত্রাটি ভিসির নেতৃত্বে শহীদ মিনার চত্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে রায়সাহেব বাজার মোড় ঘুরে, বাংলাবাজার ওভারব্রিজ পরিক্রমণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় গেট দিয়ে প্রবেশ করে শেষ হবে। অন্যান্য অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে রয়েছে সকাল ১০.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের নিচতলায় চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে 'বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী', সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও ১১.৩০ মিনিটে নাট্যকলা বিভাগের তদারকিতে শুন্যন নাট্যদলের উদ্যোগে 'লাল জমিন' নাটক পরিবেশনা, বেলা ১২.৩০ মিনিটে সামাজিকবিজ্ঞান ভবন চত্বরে সঙ্গীত বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' এবং ভাষা শহীদ রফিক ভবনের নিচতলায় দিনব্যাপী 'প্রকাশনা উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে।

ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি পরিবর্তন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান আহরণ এবং পাঠদান দুটি কাজই হয়ে থাকে। আমরা এটি করতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মেধাবীরা ভর্তি হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও মেধাবী। শিক্ষকদের অনেকে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। ইউজিসি এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকরা বিভিন্ন গবেষণায় ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চারুকলা, সঙ্গীত, নাট্যকলার মতো বিষয় খোলার মাধ্যমে সুকুমারবৃত্তির সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটেছে।

জানা যায়, ১৮৫৮ সালে টাঙ্গাইলের বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরী পুরান ঢাকায় একটি ব্রাঞ্চ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৮৭২ সালে তার বাবার নামানুসারে এটির নাম 'জগন্নাথ স্কুল', ১৮৮৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ, ১৯০৮ সালে প্রথম শ্রেণির কলেজ ও ১৯৬৮ সালে সরকারি কলেজে পরিণত হয়। সর্বশেষ ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর ৭ একর জায়গা নিয়ে জাতীয় সংসদে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫' এর মাধ্যমে জগন্নাথ কলেজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ২০০৯ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে ১৬০ বছরের পুরনো এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা সংকুলান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা, নতুন একাডেমিক ভবন এবং গবেষণা কাজের সুবিধার্থে কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়ায় ২০০ একর জমিতে দুই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন দেয় সরকার। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি অনুষদে ৩৬টি বিভাগ ও দুটি ইন্সটিটিউটে প্রায় ৬৫০ জন শিক্ষক ও ১৯ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।